খণ্ড ৮, সংখ্যা ৯ ভাবনগর জুন ২০১৮
Vol. 8, No. 9 BHĀBANAGARA June 2018

গ্রন্থালোচনা

ফোকলোর, ধর্ম এবং ভবা পাগলার গান : পরিবেশন ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির যৌথ অভিযাত্রা

অনাবিল ইহ্সান

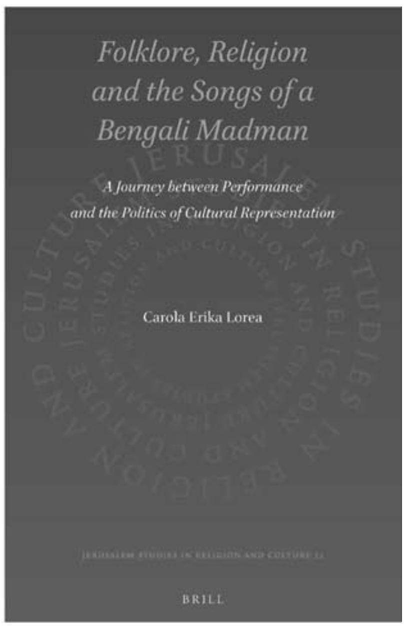

ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া রচিত
ভবা পাগলার সংগীত বিশ্লেষণ বিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

Book Review

Folklore, Religion and the Songs of Bhaba Pagla : *A Combined Journey in the Performance and Cultural Politics*

Anabil Ehsan

Abstract

Carola Erika Lorea is a famous Italian researcher. With academic background on Bangla language and literature, she translated Shukumar Roy, Jibanananda Das and Nabarun Bhattacharya. She did her PhD on the songs of Bhaba Pagla, a Baul equally famous in Bangladesh and West Bengal. Part of her PhD Thesis has been published by renowned Brill Publisher. It is *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation.* This book explores historical and cultural aspects of modern and contemporary Bengal through the performance-centered study of a particular repertoire: the songs of the saint-composer Bhaba Pagla (1902-1984), who is particularly revered among Baul and Fakir singers. The author shows how songs, if examined as 'sacred scriptures', represent multi-dimensional texts for the study of South Asian religions. Revealing how previous studies about Bauls mirror the history of folkloristics in Bengal, this book presents sacred songs as a precious symbolic capital for a marginalized community of dislocated and unorthodox Hindus, who consider the practice of singing in itself an integral part of the path towards self-realization.

ইতালির গবেষক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংগীত-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিয়ে পড়ালেখার মাঝখানে তিনি সুকুমার সেনের শিশুসাহিত্য থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশের কাব্য, নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বাউল সাধক ও সংগীতকার ভবা পাগলার গানের উপর পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বখ্যাত প্রকাশনাসংস্থা ব্রিল তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের একটি অংশ ইংরেজি ভাষায় *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation* শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর বাংলা ভাষা শেখার অভিজ্ঞতার সাথে বাউলগান ও বাউলসংগীত সংস্কৃতির সাথে নিজের একাত্মতার কথা জানিয়ে বাঙালি সাধককবি ভবা পাগলার গানের পরিবেশন এবং তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া তাঁর *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation* শীর্ষক গ্রন্থের মুখবন্ধে জানিয়েছেন, যখন তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক ও রৌদ্রউজ্জ্বল বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলা সাহিত্যে অধ্যয়নরত ছিলেন তখন তিনি প্রত্যন্ত এক গ্রামে বাস করতেন, আর সেই গ্রামটি গভীরভাবে বাংলার বাউল, নিগূঢ় প্রেমিক, নির্জন কবি ও তান্ত্রিক প্রেমগীতে পরিপূর্ণ ছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে তিনি দ্রুততার সাথে বাংলার বাউল গানকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি নিজেও সেই এলাকার একজন কণ্ঠশিল্পীর নিকট থেকে বাউল গান শিখতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই তিনি সন্ন্যাসী দাস বাউলের নিকট থেকে খমক বাজাতে এবং গানকে স্মৃতিতে ধারণ করতে শেখেন। সে সময় গান শিখতে গিয়ে ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া মূলত অনেক গানের ভণিতায় ভবা পাগলার নাম আবিষ্কার করেন এবং জানতে পারেন ভবা পাগলা বাংলাদেশ [প্রাক্তন পূর্ববঙ্গ] থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত একজন সংগীত রচয়িতা এবং অধ্যাত্মিক শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনা গ্রামে ভবা পাগলার শেষ জীবনের স্থায়ী আবাসক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে নিয়মিত বাউলদের গমনাগমনের কথাও তিনি জানতে পারেন। একই সঙ্গে তিনি অগ্রদ্বীপ, সোনামুখী, জয়দেব, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি স্থানে বাউল ও ফকিরদের বার্ষিক

ভিন্ন মেলা ভ্রমণের মাধ্যমে বাউল গানের পরম্পরায় ভবা পাগলার গানের গুরুত্ব আরো অধিক অনুভব করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি লোকায়ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের পরিবেশনশিল্পের ইতিহাসে ভবা পাগলার অবস্থান এবং সীমান্ত সংগীতের ইতিহাস, শক্তি ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির পুনর্পস্থাপনায় ভবা পাগলার গানকে প্রত্যক্ষ করেন। এরপর প্রেমের গান ও বাঙালি গুরুর সম্পর্কসূত্র আবিষ্কারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, এবং এই কাজের মাধ্যমে বেশ গভীরভাবে সংগীতকার-পরিবেশনশিল্পী-উপভোগকারী-পৃষ্ঠপোষকের সন্ধিস্থাপনের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি বিশ্লেষণের পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও লা সাপিয়েনৎসা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকগণ গবেষক হিসেবে তাঁর স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে সমর্থন দেন, তাঁদের নেতৃত্বে গবেষকের গবেষণা-প্রকল্প বিস্তৃত হয়ে বাংলার মৌখিক ঐতিহ্য এবং মৌখিক ঐতিহ্যের পরিবেশন হিসেবে ভবা পাগলার গানের উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ মুখ্য হয়ে ওঠে। ক্যারোলা এরিকা লোরেয়ার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের আংশিক প্রতিপাদ্য এই বইটি প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ এশীয় অধ্যায়ন, দক্ষিণ এশীয় ধর্ম—বিশেষত তান্ত্রিক অধ্যয়ন, শাক্ত, সহজিয়া আন্দোলন ও ভক্তি কাব্য—এবং বাংলা সাহিত্য, বাংলার ইতিহাস (নির্দিষ্টভাবে অবিভক্ত ও বিভক্ত), মৌখিক ঐতিহ্য ও মৌখিকশিল্প, ফোকলোরিস্টিক্স ও সংগীতনৃবিদ্যার পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীর কাজে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এছাড়া, কিছু পর্যটক, সংগীতকার, সাংস্কৃতিক কৌতুহলী এবং বাউল/ফকির ভক্তদের যারা বাংলার লোকসংগীত উৎসবে ভ্রমণে আগ্রহী তাদের জন্য বইটি অনেক দরকারী তথ্য প্রদান করেছে। একই সঙ্গে স্বদেশী তান্ত্রিক চর্চা, শাক্ত উপাসকমণ্ডলী এবং যোগ অনুশীলনকারী পাঠকদের জন্যেও এটি কাজে আসবে। এ বইটি ক্রমবর্ধমানভাবে জনপ্রিয় একজন গুরুর জীবন ও কর্মকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যে, শ্রদ্ধেয় একজন অবধূত এবং তাঁর সাথে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বামা ক্ষ্যাপার মতো অতীতের সহজাত ধর্মগুরুদের সম্পর্ক পরম্পরায় বাহিত হবার বিষয়টি দৃষ্টি গোচর হয়।

ক্যারোলা এরিকা লোরেয়ার এই বইটি মৌখিক ঐতিহ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধ্রুপদী সাহিত্য নির্ভর ভারতবিদ্যা এবং সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশীয় অধ্যয়নের মধ্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে, এটি এথনোগ্রাফিক ফিল্ডওয়ার্কে থেকে সংগৃহীত মৌখিক উপাদানের সাথে তুলনামূলক পাঠ অধ্যয়নের সাহায্যে ব্যাপকভাবে সহজিয়া মত ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছে। এই পদ্ধতির ভেতর দিয়ে পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন—কীভাবে এবং কেন আমরা গানের মতো ‘পবিত্র ধর্মগ্রন্থ’ অধ্যয়ন করি এবং গান কীভাবে ভারতীয় ধর্মের অধ্যয়নের জন্য বহুমাত্রিক পাঠ হয়ে ওঠে।

মুখবন্ধের পর লেখক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া দুই পৃষ্ঠাব্যাপী কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, যা থেকে লা সাপিয়েনৎসা ইউনিভার্সিটি অব রোমের অধ্যাপক মারিও প্রায়ার থেকে শুরু করে অধ্যাপক রাফায়েল তোরিল্লা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক সমান্তক দাস, বিশ্ববিখ্যাত বাউল গবেষক অধ্যাপক জিয়ান ওপেনশাও, অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা এবং বিশ্বের নানা দেশের ফোকলোর ও সংগীততাত্ত্বিক অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক জে কোরাম, ড. বেনজ্ঞামিন ক্রাকাউর, ড. শান্তনু দত্ত প্রমুখ, এমনকি নিজের স্বামী ও তাঁর পরিবারবর্গসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রিয়ভাজন সহায়তাকারী ও বাউল-ফকিরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ভবা পাগলার পরিবারের সদস্য এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে। সেই সাথে এ কথাও ঘোষণা দিয়েছেন যে, এটিই ইংরেজিতে লেখা ভবা পাগলার গানের উপর প্রথম প্রকাশিত বই—এটি একজন পাগলা কবি-গায়কের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত, যিনি সংগীতের নতুন তরঙ্গ ও ভক্তিকে অনুপ্রাণিত করেন বাংলায়, একইভাবে রোমে।

এ বইটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে—বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে আলোচনা-প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রের সংযোজন। আর মূল অধ্যায়সমূহ শুরুর আগেই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত ৪৮টি দুর্লভ আলোকচিত্রের তালিকা ও বিবরণসহ পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে ট্রান্সলিটারেশন ও ট্রান্সলেশনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation শীর্ষক বইয়ের মূল অধ্যায় শুরু হয়েছে ভূমিকা দিয়ে। যার শুরুতে ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া—কেন গান এবং ভবা পাগলার গান বিষয়ক আলোচনা বিস্তার করেছেন, এই আলোচনার শুরুতেই থমাস কোবার্নের *স্ক্রিপ্চার ইন ইন্ডিয়া—টুয়ার্ডস এ টাইপোলজি অব ওয়ার্ড ইন হিন্দু লাইফ* (১৯৮৪) শীর্ষক গ্রন্থের উল্লেখের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের লিখিত পাঠ ও মৌখিক পরম্পরার ঐতিহ্যের মধ্যে "শ্রুতি"র গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—লিখিত পাঠ বাংলার ধর্ম-অন্দোলনের চর্চা বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। আসলে, ধর্ম-আন্দোলনের ফলে বাংলায় সহজিয়া—সুফির সম্মিলন ঘটে, গানই বিশ্বাসের একটি বিশ্বকোষ, তত্ত্বীয় মতবাদ ও যোগ চর্চার প্রতিনিধিত্ব করে। লিখিত ধর্মগ্রন্থের বিপরীতে বাংলায় মৌখিকভাবে গানের ভেতর দিয়েই জ্ঞানকথা

ভবা পাগলার গানের গবেষক ও ইতালির বঙ্গবিদ্যা বিশারদ ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া

প্রচারিত অপ্রাতিষ্ঠানিক ও গুরুবাদী চর্চার পদ্ধতি মেনে। তবে, বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যের অনেক কিছু লিখিতও হয়েছে, যেমন—*বৃহৎ নিগম* এবং আলী রাজার *জ্ঞান সাগর*, এ সকল টেক্সট আজকের যোগ ও তান্ত্রিক সহজিয়া এবং সুফি টেক্সটের সাথে সংগতিপূর্ণ। ফিল্ডওয়ার্কে ক্যারোলা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বাংলার গ্রামীণ বাউল-ফকির সমাজে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্য চরিতামৃত* থেকে। গবেষকের ভাষ্যমতে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম চর্চার স্বরূপ হিসেবে গান অধ্যয়ন করতে গেলে বাঙালির ভাষার ইতিহাসের সূচনা ১০ম শতকের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। আর এক্ষেত্রে মজার যে বিষয়টি ঘটে ১০ম শতক থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত আটশত বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত "বাংলা গানের ইতিহাস" (সুধীর চক্রবর্তী, ১৯৯০ : ১৩)। এই প্রেক্ষাপটে ভবা পাগলা নামের একজন শাক্ত সাধকের রচিত অনেক গান পরিবেশন করেছেন বাউলেরা। ভবা পাগলা বাংলাদেশের ঢাকার শহরের নিকটবর্তী প্রত্যন্ত আমতা গ্রামে জন্ম নেওয়া এক বিদগ্ধ ও প্রতিভাবান সংগীত সাধক। লালন সাঁই, গুরুচাঁদ গোসাঁই, দুদ্দু শাহ, হরিপদ গোসাঁই প্রমুখের সাংগীতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ভবা পাগলার গান স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

ভূমিকাংশে ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া নির্ণয় করেছেন যে, বাংলার বাউল-ফকিরদের মধ্যে *গান-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা* বলে যে ধারণা প্রচলিত তা ভবার উপলব্ধি থেকে জাত, ভবার গানের ভেতর দিয়ে *নদী ভরা ঢেউ, কালী বলো মনটি আমার* এ রকম বহু কথার চল বাউলসমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ক্যারোলা একই সঙ্গে ভবা পাগলার গানের পরিবেশন ও সাধনপরম্পার আলোচনায় সাধক বাউল ও গায়ক বাউলের বিভেদ নির্ণয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে স্থান বিশেষে ভবার গানের পরিবেশনের বৈচিত্র্য সম্পর্ক তথ্য দিয়েছেন।

ভূমিকাংশের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি কীভাবে ভবা পাগলার গানের বাণী অধ্যয়ন করেছেন—তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফোকলোর তাত্ত্বিক ডান বেন-এমোস, রজার আব্রাহামস এবং বাউম্যান প্রদত্ত ফোকলোর ও বাচনিক শিল্পের কন্টেক্সটচুয়াল এবং পারফরমেন্স থিয়োরির পদ্ধতিকে আদর্শ মনে করেছেন। পাশাপাশি আংশিকভাবে ভিক্টর টার্নারের রিচুয়ালের নাটকীয় পরিপ্রেক্ষিত এবং মৌখিক ঐতিহ্যের পরিবেশন বাস্তবতার তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। ১৯৭০ থেকে নৃতত্ত্বের গবেষণায় পরিবেশনের বিষয়, পূর্বাপর বিষয়, পরিবেশন এলাকা ইত্যাদির আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়াবলীর উপর জোরালোভাবে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়, এবং ১৯৮০ থেকে ভাব-সংস্কৃতির কন্টেক্সটচুয়াল অধ্যয়নের সূচনা ঘটে। একই পদ্ধতিতে লেখক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া বাংলার সাধন সংগীতের মৌখিক ঐতিহ্যের কন্টেক্সটে ভবা পাগলার গানের ব্যাখ্যা করেন। শুধু তাই নয়, সাহিত্যিক সমালোচনার পদ্ধতি অনুসরণে মৌখিক সাহিত্য হিসেবেও তাকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু একই সঙ্গে তার যোগাযোগমূলক ক্রিয়া এবং অ্যালান ডান্ডেস প্রদত্ত মৌখিক সাহিত্য সমালোচনার অর্থকেও গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি ধারাবাহিক প্রশ্নক্রমকে গ্রহণ করেন—কীভাবে গানটি রচিত, প্রচারিত, পরিবেশিত, এবং সকল শিল্পীর মধ্যে বোধগম্য হয়েছিল; এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া হলো : রচয়িতা, কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যযন্ত্রী, পৃষ্ঠপোষক, দর্শক-শ্রোতা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে তিনি পদ্ধতিগতভাবে বাউলগানের বাণীর পাঠ নির্ধারণের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়াবলীকে বিবেচনায় নিয়েছেন এবং বাংলার সাম্প্রতিক *বস্তুবাদী* বাউল ও

বর্তমান-পন্থী বাউলসহ রাবীন্দ্রিক বাউলের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করেছেন। এমনকি ডরসনের *ফেকলোর* অভিধার আলোকে তিনি ফোক ট্যুরিজম স্টাডিজ প্রদর্শনী হিসেবে নাগরিক শিক্ষিতদের সাজানো বাউল গানের বিষয়টিকেও তিনি তাঁর আলোচনা স্থান দিয়েছেন। বিষয়গত আলোচনার বিচিত্রতার গুণে ক্যারোলার এই বইটির বহুমাত্রিকতার কথা স্বীকার করতে হয়।

ভূমিকার পরবর্তী অংশে ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া দক্ষিণ এশীয় মৌখিক ঐতিহ্য, ধর্ম এবং সাহিত্যিক গবেষণায় শূন্যস্থান পূরণের এই গবেষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সাথে সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা ও তা অতিক্রমের কৌশল, গবেষণার সূত্র (এক্ষেত্রে মৌখিক সূত্র, লিখিত সূত্র, সাহিত্যকর্ম, ফিল্ড-ওয়ার্ক, অন্যান্য সূত্র তথা নতুন মিডিয়া : অডিও, ভিডিও, ডিজিটাল আরকাইভস) সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। পরিশেষে বইটির গঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ভূমিকার পরে পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে যাতে দৃষ্টি দিলে খুব সহজে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-ফকিরদের এলাকা ও অবস্থানসমূহ চিহ্নিত করা যায়। কেননা, মানচিত্রটিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে সকল স্থানে বাউল-ফকিরসহ বিভিন্ন ধর্মের প্রধান প্রধান মেলা-উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে এবং বাউল ও ফকিরী গান পরিবেশিত হয়—তা চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যেখানে গুপ্ত সাধনার তত্ত্ব আলাপের জন্য সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, যে সব এলাকায় ভবা পাগলা ও তার অনুসারীদের নির্মিত মন্দির বা আশ্রম আছে এবং যে সকল দরগা বা মাজারে বাউল-ফকির অবস্থান ও সংগীত পরিবেশন করেন ইত্যাদি চিহ্নিত রয়েছে।

ভূমিকা ও মানচিত্রের পর বইটির প্রামাণ্য বাড়িয়ে দিয়েছে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ভবা পাগলার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে তিনটি গানের স্ক্যানকৃত পাঠ, বীরভূম-নদীয়া অঞ্চলের তিনটি সাধুসঙ্গের চিত্র। এ ধরনের চিত্রের ব্যবহার এথনোগ্রাফিক ফিল্ড-ওয়ার্ক নির্ভর বইয়ের প্রতি পাঠক-গবেষকের আস্থাকে বাড়িয়ে দেয়। চিত্রের ব্যবহারের ভেতর দিয়ে লেখকের সুচিন্তিত গ্রন্থনা আমাদের মুগ্ধ করে অন্য কারণে, আর তা হলো—হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির তিনটি পৃষ্ঠার সমান্তরালে তিনটি আলোচকচিত্রের ব্যবহারে এমন এক ধরনের প্রামাণ্যগত ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে, যা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির জড় কাঠামো ও সাধুগুরুদের সজীব উপস্থিতিকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

বইটির প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম—“Context: Bauls, Baul Literature and the Absence of Bhaba Pagla”, এই অধ্যায়ের শুরুতে ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া বাউল বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক বিতর্ক সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। পাশাপাশি বাউল কী—এই প্রশ্ন থেকে হিন্দু-মুসলিম-বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের সাধন-পদ্ধতির মধ্যে বাউলের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। এক্ষেত্রে বাউলকে তিনি বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বাউলগবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে জিয়ান ওপেনশাওয়ের মতকে বিচার করতে তৎপর হয়েছেন। তাঁর আলোচনায় বাউল সাধনাকে বেদ-বহির্ভূত-ধর্ম, গুরুবাদী বা মুরশিদপন্থী হিসেবে যেমন বিচার করা হয়েছে, তেমনি বাউলের *মনের মানুষের* উপলব্ধিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে মূলত বাংলার বাউল অধ্যয়ন ও ফোকলোর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার এবং তার প্রেক্ষাপটে গবেষক নিজের

গবেষণার নিজস্বতা সম্পর্কে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি বাংলার ফোকলোরিস্টিক গবেষণার প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ভবা পাগলার উপর করা অতীতের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সাংঘাতিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষপূর্বক কিছু প্রশ্নের ইতিবাচক সমাধান দিয়েছেন। এছাড়া, বাংলার লোকসংগীত গবেষণার রাজনীতি এবং এর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও বাউল অধ্যয়নের ব্যাখ্যায় বাংলার লোকতত্ত্বের বিকাশ, আর তারই মাঝে মৌখিক সাহিত্য নিয়ে রহস্যজনকভাবে ভবা পাগলার অনুপস্থিতির কারণ অন্বেষণ করেছেন।

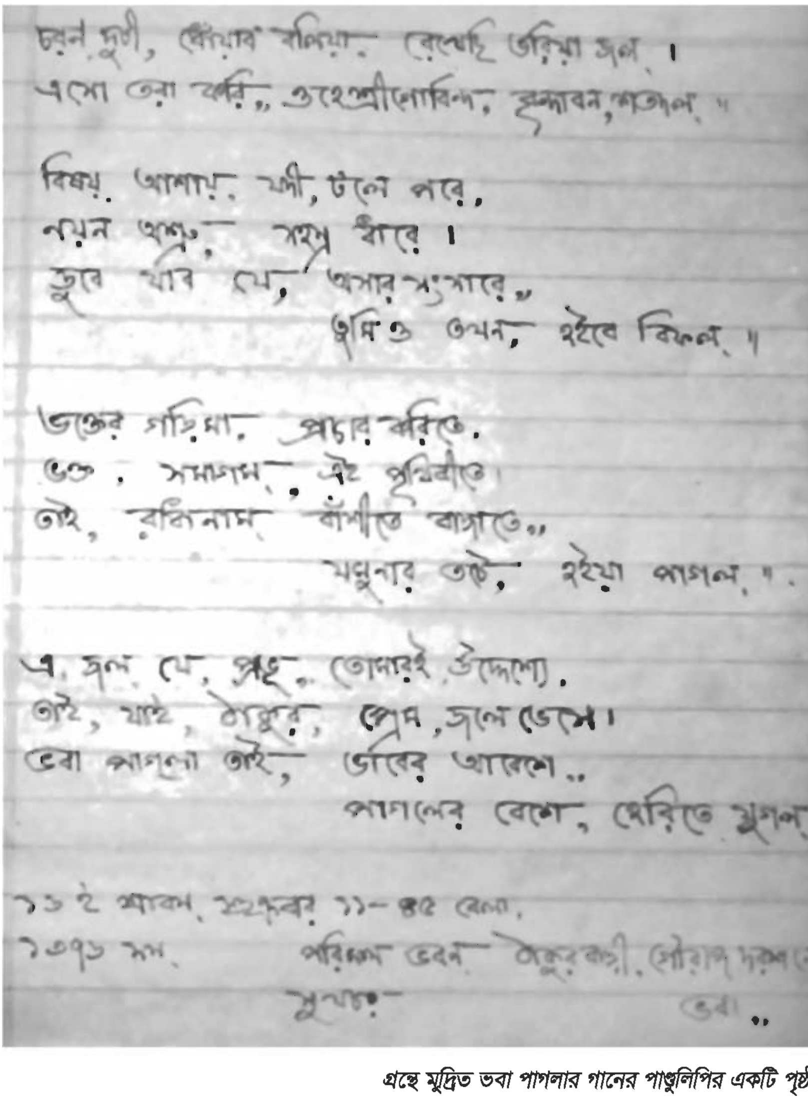
চরণ দুটী, ধোঁয়াব বলিয়া, রেখেছি ভরিয়া জল।
এসো তোমা ধরি, ওহে শ্রীগোবিন্দ, বৃন্দাবন শতদল॥

বিষয় আশায় যদি টলে পড়ে,
নয়ন অশ্রু সহস্র ধারে।
ডুবে যাব যে, অসার সংসারে,
তুমিও তখন হইবে বিফল॥

ভক্তের মহিমা প্রচার করিতে,
ভক্ত সমাগম এই পৃথিবীতে।
তাই, হরিনাম বাঁশীতে বাজাতে,
যমুনার তটে, হইয়া পাগল॥

এ জল যে, প্রভু, তোমারই উদ্দেশ্যে,
তাই, যাই, ঠাকুর, প্রেম জলে ভেসে।
ভবা পাগলা তাই, ভাবের আবেশে,
পাগলের বেশে, ফেরিতে যুগল।

১১ই শ্রাবণ, শুক্রবার ১১-৪৫ বেলা,
১৩৭১ সন। পরিমল ভবন ঠাকুরবাড়ী, গৌরাঙ্গ দরজা
ভবা

গ্রন্থে মুদ্রিত ভবা পাগলার গানের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

বাউল গানের আদি পরিবেশনায় নবনী দাস বাউল

সাম্প্রতিককালে পবন দাস বাউলের গান পরিবেশন

প্রথম অধ্যায়ের পর ৬ পৃষ্ঠা জুড়ে এমন ১০টি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে যার ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন চারু ও কারু শিল্প মাধ্যমে তথা কাঠ-মাটির শিল্পকর্ম ও কাপড়ে অঙ্কিত চিত্রশিল্পে বাংলার বাউল ও বাউল গানের রূপান্তরের সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে বাউলের বাণিজ্যিকরণের চিত্র প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, অন্যদিকে অন্যান্য আলোকচিত্রে বাউলের বিচিত্র সাংগীতিক উপস্থাপনার বর্তমান অবস্থা জানা যাচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে এক হাতে একতারা (গুপীযন্ত্র) উর্ধে তুলে ও অন্য হাতে কোমরে বাঁধা ডুগি বাদন সহযোগে সাদা পোশাকে ও মাথায় সাদা তাজ পরে নবনী দাস ক্ষ্যাপা বাউলের গান পরিবেশের প্রাচীন চিত্রের ঠিক নিচে মুদ্রিত মাইক্রোফোনের সামনে নানা রঙের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে দুই হাতের সাহায্যে খঞ্জনি বাজিয়ে পবন দাস বাউলের বর্তমান কালের বাউল গান পরিবেশন দৃষ্টে—দুই কালের বাউল গানের পরিবেশনের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নিতে কোনো ভাষাবাক্যের প্রয়োজন পড়ে না। অতএব, এই বইয়ের ছবির বিন্যাসে ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া যে বুদ্ধিদীপ্ততার ছাপ রেখেছেন—তাতে আমাদের অনেক কিছু শেখা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—"Composition: The Songs of a Migrant Avadhūta", এই অধ্যায়ের বিস্তারিতভাবে ভবা পাগলার জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভবার ব্যক্তিগত জীবনের নানা তথ্য এবং বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের ঘটনা, তন্ত্রগুরুর সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন, ধর্মের সাথে তাঁর সংযুক্তিকরণ বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি ভবার গান রচনা ও সুর-সংযোজনের কথা, ভবা নামের বহু ব্যক্তির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর ভবা পাগলার গানের মৌখিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য নিয়ে বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে।

বামা ক্ষ্যাপা, ভবা পাগলা ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তি

এ পর্যায়ে ভবা পাগলার সংগীত চর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রথমেই একটি পৃষ্ঠায় উপরে-নিচে হারমোনিয়াম ও বেহালা বাদনরত ভবা পাগলার দুটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। পরবর্তীতে পৃষ্ঠাগুলোতে নদীয়ার ঘোষপাড়া অবস্থিত কর্তভজার সাধুদের সতী মায়ের আশ্রমের মন্দিরের দেওয়ালে নির্মিত সতী মা, তার সঙ্গী রামশরণ পাল এবং তাদের সন্তান দুলাল চাদ (যার সাথে সারদা দেবী, রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে), ভবা পাগলা ও পাগলী মায়ের সম্পাদিত ছবি, লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত গাজির পট, ভবা পাগলার প্রতিষ্ঠিত কালনার ভবার ভবানী মন্দির, কালনার মন্দিরের ভেতরে রক্ষিত ভবার অঙ্গিত ছবি, ভবা পাগলার হস্তলিখিত গান, কবিগানের আসর, বামা ক্ষ্যাপা-ভবা পাগলা ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তি, ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে François Balthazar Solvyns অঙ্কিত একজন অবধুতের প্রতিকৃতি প্রকৃতির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এতে সামগ্রিকভাবে বাংলার ভাবচর্চার পরিমণ্ডলে ভবা পাগলার জীবন ও সংগীত সাধনার প্রকৃতি ও তাঁর সমকালীন গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম–"Performance: Music for Money, Songs for Salvation", এই অধ্যায়ে ভবা পাগলার গানের একটি উপস্থাপনায় পরিবেশনগত কাঠামো, পরিবেশনকারী, পরিবেশনের তিনটি উপাদান কীভাবে সম্পর্কিত হয়–তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রেক্ষাপটের ভিন্নতায় ভবা পাগলার কোনো গান পরিবেশিত হলে এবং সে প্রেক্ষাপটের সাথে প্রযুক্ত হয় ভিন্ন ধরনের গানের বাণী, দর্শক-শ্রোতা এবং পরিবেশনকারীর পরিচিতি। এরপর ভবা পাগলার গানের সৌখিন ও পেশাদার শিল্পীর পাশাপাশি কম-দামী সাধক ও নির্বাসিত পূর্ব বাংলার সমাজ ও ধর্মের মধ্যে ভবা পাগলার গানের প্রভাব ও সাধনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বব ডিলানের প্রথম গানের অ্যালবামের ছবি, যেখানে পূর্ণদাস বাউল ও লক্ষ্মণ দাস বাউলকে দুই পাশে নিয়ে মাঝখানে বব ডিলান হাস্যোজ্জ্বল। বাংলার বাউল গানের বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে এই ছবিটি মহামূল্যবান উপাদান হিসেবে আজ সারা বিশ্বে আলোচিত।

ভবা পাগলার সংগীত-সুর সাধনা

ভবা পাগলা ও তাঁর সাধনসঙ্গিনী পাগলী মা

এই অধ্যায়ের পর ৯টি পৃষ্ঠা জুড়ে ভারতের নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়াসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের সংগীতের আসর, আশ্রম-মন্দির ও সাধক-সাধিকাদের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে, যার মধ্যে একাধিক আলোকচিত্রে ভবা পাগলার স্মরণানুষ্ঠানের সংগীত পরিবেশনের দৃশ্য রয়েছে। পাশাপাশি আলোকচিত্রসমূহে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার, নর-নারীর অংশ গ্রহণ, আশ্রম-মন্দিরের সাধককেন্দ্রিক আসর থেকে শুরু করে পর্যটকদের জন্য শান্তিনিকেতনের শনিবারের বাজারে সংগীত পরিবেশনের নানা রূপ ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম—"Transmission, Tradition and Technology: Training and Learning in the Bhaba Pagla community", এই অধ্যায়ে নতুন টেকনোলজি তথা অডিও-ভিডিও রিপ্রোডাক্টশন এবং তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত গুরুবাদী পদ্ধতির প্রবাহমানতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কণ্ঠ ধারণ যন্ত্র, সিডি প্লেয়ার এবং মোবাইল ফোনের ব্যবহারে পরিবেশনকারীর শিক্ষণ পদ্ধতি নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। একই সময়ে সাধনার বাণিজ্যিকরণ এবং রেকর্ড ইন্ডাজট্রিতে সাধন সংগীতের প্রবেশ ও প্রদর্শন-বাণিজ্য. ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ও যন্ত্রের আগ্রাসন, ও নতুন গর্ব অর্জন করেছে পরিবেশনকারীর ধর্মীয় পরিচিতি—এ সকল নতুন বাস্তবতায় ভবা পাগলার অস্তিত্ব কোথায় তা নির্ণয় করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বর্তমান কালের মিডিয়ার রূপান্তরে দুটি বিপরীতধর্মী আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে, যার একটিতে দেখা যাচ্ছে—একজন পেশাজীবী নারী কণ্ঠশিল্পী অপর একজন শিল্পীর গানের খাতা থেকে ভবা পাগলার গানের বাণী নিজের গানের খাতায় অনুলিপি করছেন, এর বিপরীতে অন্য ছবিতে ভারতীয় কোম্পানী এয়ারটেলের বিজ্ঞাপনে কমলারঙের পোশাক পরে একটি হাত উপরে তুলে অন্য হাতে দিয়ে মোবাইল কানে চেপে ধরে আকুল হয়ে কথা বলছেন লক্ষ্মণ দাস বাউল। দুটি ছবির ভেতর দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, বাউল ভবা পাগলার গানের ধারাবাহিকতা শিল্পী পরম্পরায় বহমান এবং বাউলের বাণিজ্যিক ও বাহ্যিক গ্রহণযোগ্যতা এতোটাই বেড়েছে যে ভারতীয় ফোন কোম্পানীর তাদের বাণিজ্য বিস্তারের বিজ্ঞাপনচিত্রে বাউলকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

অনাবিল ইহ্‌সান, শেখ মকবুল ইসলাম, সৃজনী তানিয়া, নূরুননবী শান্ত, শাহিদা খাতুন ও জেনিফার রিড (বাম দিক থেকে)

উপসংহারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রেক্ষাপটে তাত্ত্বিক ভাবে ভবা পাগলার গুরুত্ব ও অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া ফিল্ড-ওয়ার্কের আলোকে কবিগান থেকে শ্যামাসংগীতের আসরে নিত্য চর্চিত ভবা পাগলার গানের জীবন্ত উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে ভবা পাগলার *ভাবতরঙ্গ* ও *অন্তরঙ্গ* বার্তার কথা উল্লেখপূর্বক লেখক ভবার *মাতৃ-সাধনার* পর্যায়ক্রমিক পথ যেন দুর্গাপূজার উৎসব হয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমায়িত থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছে লন্ডনে, এমনকি আমেরিকার বাঙালি সমাজে। অতএব, আধুনিক বিশ্বের অগ্রযাত্রার মধ্যেও ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির নতুন বিস্তার যেমন ঘটেছে, তেমনি ভবা পাগলার গানেরও নতুন বিস্তার ঘটেছে এবং ঘটবে।

পরিশিষ্টে ভবা পাগলার ৪৬টি নির্বাচিত গানের ইংরেজি অনুবাদ সংকলন করা হয়েছে। এছাড়া, তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রন্থপঞ্জি, ফিল্ড-ওয়ার্ক রেকর্ডিংয়ের ক্যাটালগ, ডিস্কোগ্রাফি, ফিল্মোগ্রাফি, অ্যানোটেটেড ওয়েবলিওগ্রাফি সংযুক্ত হয়েছে। নির্ঘণ্ট হিসেবে নামের নির্ঘণ্ট ও সাধারণ নির্ঘণ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সার্বিক বিচারে বাংলার সাধক-কবি, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী ভবা পাগলার জীবন ও সংগীত নিয়ে গবেষক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া রচিত এথনোগ্রাফিক ফিল্ডওয়ার্কধর্মী *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation* শীর্ষক এই প্রকাশন একটি আকর গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এর গবেষণা-পদ্ধতি, অধ্যায় বিভাজন ও আলোকচিত বিন্যাসের কাঠামোগত রীতি অনুসরণে ভবা পাগলার সাংগীতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি অপরাপর সংগীতসাধকদের জীবন ও সংগীত নিয়ে আরও অনেক গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়ন হবে বলে প্রত্যাশা করি। ইতালির গবেষক-লেখক ড. ক্যারোলা এরিকা লোরেয়াকে অভিনন্দন। জয়গুরু, জয় ভবা পাগলা ও বাংলার সাধককুল।

আলোচিত গ্রন্থের তথ্যসূত্র :

Carola Erika Lorea, *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation,* Brill 2016.